পাঠকের মতামত

"আপনি কোন PC টি কিনবেন?"

মাসিক "কম্পিউটার জগৎ" এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় এর প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে। একটু দেরীতে হলেও বাংলাদেশ কম্পিউটার প্রযুক্তির জগতে পদার্পন করেছে। আশাকরি এ পত্রিকাটি বাংলাদেশে কম্পিউটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পত্রিকাটির জুন-আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব খন্দকার নজরুল ইসলামের "আপনি কোন PC টি কিনবেন?" লেখাটা পড়ে নিশ্চয়ই কম্পিউটার জগতে যারা নূতন পদার্পন করতে যাচ্ছেন তারা খুবই উপকৃত হবেন বা হচ্ছেন। আমি ওনার বক্তব্যের সাথে সামান্য কিছু কথা যোগ করতে আগ্রহী। কম্পিউটার জগৎ-এর মতে "ব্রাণ্ড নাম ছাড়া PC কিনবেন না।" কিন্তু কথা হলো ব্রাণ্ড নামযুক্ত এবং ব্রাণ্ডনাম ছাড়া PC-র [illegible] পার্থক্য খুবই বেশী। অথচ (একই প্রকারের) ব্রাণ্ড নাম যুক্ত কম্পিউটার ব্রাণ্ড নাম ছাড়া কম্পিউটারের চেয়ে বেশী কাজ করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিক্রয়োত্তর সেবা (service) নিয়ে। আমার মনে হয় ব্রাণ্ড নাম ছাড়া কম্পিউটার বিক্রি করে এমন কোম্পানীও বিক্রয়োত্তর সেবা দিয়ে থাকে। আর না দিলেও ক্ষতি নাই। আপনি বাজারে কোন Computer Service Centre-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর মনে রাখবেন ঠিকমতো ব্যবহার করলে আপনার PCকে হাসপাতালে নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এ ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখছি।

গত বছর আমি Beijing-এর কিছু বিদেশী দূতাবাসে কম্পিউটারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখে চিঠি দিলাম। তারা কম্পিউটার কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করলো। কিন্তু একটা সাধারণ কম্পিউটারের (ব্রাণ্ডনামযুক্ত) দাম ২০০০ মার্কিন ডলার দেখে উৎসাহ দেখালো না। Mexican Ambassador সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। আমি তাকে একই কম্পিউটার (কিন্তু ব্রাণ্ডনাম ছাড়া) ৭০০ মার্কিন ডলার করে কিনতে পরামর্শ দিলাম। উনি প্রথমে ১টি কম্পিউটার কিনলেন। পরের মাসে আমার মাধ্যমে আরো ৫টি কম্পিউটার কিনলেন অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য। গত এক বছরে মাত্র দুবার ডেকেছেন আমাকে সমস্যা দেখার জন্য, খুবই minor সমস্যা। তাদের দূতাবাসে কর্মদক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে এখন। এদিকে বাংলাদেশ দূতাবাস ৭০০ মার্কিন ডলারের এর ব্রাণ্ড নাম ছাড়া কম্পিউটার না কিনে কিনলো ৮০০ মার্কিন ডলার দিয়ে টাইপ রাইটার। টাইপ রাইটার আর কম্পিউটারের মধ্যে কত তফাৎ! মেক্সিকান দূতাবাসের কাছে খবর পেয়ে আরো ৫টি দূতাবাস আমার মাধ্যমে ব্রাণ্ডনাম ছাড়া কম্পিউটার কিনেছে সস্তায়। ভালোই চলছে সেগুলো।

বাংলাদেশের মতো গরীব দেশে ব্রাণ্ড নামযুক্ত কম্পিউটার গ্রহণের সাধ্য খুব কম প্রতিষ্ঠানেরই আছে। তাই এদেশে কম্পিউটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে কম মূল্যের কম্পিউটারের দিকেই নজর দিতে হবে আমাদেরকে। বিশেষ করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BUET, DU etc.), কম্পিউটার কোর্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান আছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে চান তারা ব্রাণ্ড নাম ছাড়া কম্পিউটার ব্রাণ্ড নামযুক্ত কম্পিউটারের চেয়ে ৩০% কম দামে কিনে লাভবান হবেন বলে আমার বিশ্বাস। ব্যবহারকারী বাড়লে সার্ভিস সেন্টারও বাড়বে। সুতরাং অসুবিধা হবে না। আসলে কম্পিউটারকে কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের status বাড়ানোর সরঞ্জামের চেয়ে ছোট বড় সব প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তির দক্ষতা বাড়ানোর একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসেবে দেখতে হবে।

M.A. BASHER
UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS
DEPTT. OF COMPUTER SCIENCE
BOX -67, BEIJING -100088
P.R. CHINA

নিবন্ধকারের বক্তব্য :

ব্রাণ্ডনাম-যুক্ত পি.সি বলতে আমি কেবল আই. বি.এম, এন. সি. আর বা কমপ্যাক জাতীয় পি, সি বুঝাইনি। এ সমস্ত পিসি নির্মাতারা তাদের আর এ্যাণ্ড ডি (রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট)-তে প্রচুর ব্যয় করে থাকেন, তাদের নিজস্ব ডিজাইন রয়েছে। এ কারণে তাদের পক্ষে খুব কম খরচে পিসি দেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। আমি আই. বি. এম কম্প্যাটিবল সেই সমস্ত কম্পিউটারগুলোকে ব্রাণ্ড নামযুক্ত বলতে চেয়েছি যাদের নির্মাতারা দীর্ঘ দিন ধরে এই শিল্পে জড়িত আছেন। এদের অনেকগুলোর দাম যথেষ্ট কম এবং আমাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

ব্রাণ্ড নামহীন পিসি বলতে আমি বুঝাতে চেয়েছি সেই পিসিগুলোকে যেগুলোর নির্মাতারা সহজ লাভের কারণে কিছুদিন (যেমন, মাস ছয়েক বা একবছর) কম্পিউটার এ্যাসেম্বল করে পরবর্তীতে যে কোন সময়ে নানা কারণ হেতু পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করতে পারেন। কম্পিউটার তৈরীর শিল্পে কিছুদিনের পুরনো না হলে কোন নির্মাতার ব্যাপারেই এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

ঢাকায় এমন ঘটনা আমি অনেক দেখেছি যে দূর প্রাচ্য থেকে কম্পিউটার কিনে এনেছেন কোন ব্যবসায়ী। মাস তিনেকের মাথায় যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটির, পরবর্তী ট্রিপে সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করেছেন তিনি। বা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তখন দেখা গেছে সেই সরবরাহকারীর আর খোঁজ নেই বা খোঁজ পাওয়া গেলেও দেখা গেছে তারা আর কম্পিউটারের ব্যবসায়ে নেই। ঢাকাতে ব্রাণ্ড ইনডিপেণ্ডেট থার্ড পার্টি কোন 'হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স, প্রতিষ্ঠানের খোঁজ করলে দেখা যায় এ ধরনের বিশ্বাযোগ্য নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান আজো এখানে গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশে আমাদের উপার্জিত বা সাহায্যের প্রতিটি টাকার মূল্য অপরিসীম। এই টাকায় যে কোন সম্পদ আহরণের মতই কম্পিউটার কেনার সময়েও আমাদের দেখতে হবে আমরা যেন আমাদের টাকার যথাসম্ভব উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা পাই। এই নিশ্চয়তা পেতে গেলে আমাদের কোন চান্স নেয়ার অবকাশ নেই। আমাদেরকে প্রকৃত সরবরাহকারীর কাছ থেকেই জিনিষ কিনতে হবে এবং কোন সরবরাহকারী সম্পর্কে ধারণা করা বা মন্তব্য করা তখনই যায় যখন সেই সরবরাকারীর গত কিছুদিনের কাজ কর্মের হিসেব নিকেশ পাওয়া যায়।

তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের ব্যবস্থা নেয়া হোক

কম্পিউটার জগৎ-এর গত ৫টি সংখ্যা মনোযোগসহ পড়লাম। বাংলাদেশে এ ধরনের একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দেখে খুব আনন্দিত হলাম। আমার জানামতে বিশ্বে এটাই প্রথম বাংলা ভাষায় কম্পিউটার বিষয়ক নিয়মিত পত্রিকা।

পত্রিকায় প্রথম থেকেই পড়ছি দেশে কম্পিউটারায়নের জন্য জোর প্রচেষ্টার আহ্বান সম্বলিত প্রতিবেদন "জনগণের হাতে কম্পিউটার চাই"। প্রতিবেদনে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞগণ তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটারায়নের পক্ষে মতামত রাখলেও এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের অভাববোধ জনগণকে পীড়া দিচ্ছে নিশ্চয়।

দেশে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বৈরাচারশাহীর পতনের পর। আশা করা গিয়েছিল যে, এরশাদ শাহীর সময়ে দেশব্যাপী কম্পিউটারায়নে যত ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা হয়েছিলো তা বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত প্রশাসনিক কর্মদক্ষতায় উন্নতি লাভ করবে।

কম্পিউটার জগৎ-ও এ বিষয়ে যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ সরকারী অনান্য প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে লেখা বহু চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অথচ কম্পিউটার জগৎ এ বিষয়ে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কোন বক্তব্য ছাপে নি। জনগণ সরাসরি তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা পলিসি অবগত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই পত্রিকার এতো লেখালেখির সাথে, বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান মতামত/পরামর্শের সঙ্গে যদি দেশের নীতি নির্ধারকদের বক্তব্য ছাপা হয় তা হলে লেখাগুলো পূর্ণতা পাবে। আমরা পাঠকেরা দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনতে চাই এ দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিসিসির নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই মতামত রেখেছেন। সম্ভবতঃ তাদের লোকবল কম। তবে স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত বিসিসির অনেক অতীত ও বর্তমান কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থার আমলারা দেশে কম্পিউটারায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় তা কম্পিউটার জগৎ-এ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দেয়া তথ্য থেকে স্পষ্ট।

আমরা দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাই। কোন্ নীতির কারণে বর্তমানে সফটওয়্যার রপ্তানী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ? এই গণতান্ত্রিক সরকার কি কম্পিউটার বিষয়ে নতু- কোন নীতি গ্রহণ করেছে ? জনগণের এই প্রশ্ন হয়ে- এড়িয়ে যাওয়া হবে, যেমন — হয়েছে কম্পিউ- জগৎ-এ প্রকাশিত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও নি- ব্যাপারে।

কম্পিউটার জগৎ-কে আমার অনুরোধ - । যেন অবিলম্বে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শি- সাক্ষাৎকার নিয়ে এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত- প্রকাশ করেন। এবং এই সাথে বিসিসি ও- সরকারী সংস্থার কার্যক্রমকে অবিল- করে দেশে দ্রুত তথ্য প্রযুক্তি প্রস- সরকারের প্রতি আহ্বান জ-

ইয়াহামা ক্রে সুপার কমপিউটার কিনছে

আমেরিকার প্রধান সুপার কমপিউটার প্রস্তুতকারক ক্রে রিসার্চ জাপানের ইয়ামাহা .মটর কোম্পানীর কাছে একটি CRAY Y-MP-2E সুপার কমপিউটার বিক্রি করেছে। এটি জাপানের সিজুওকা-কোন-এ অবস্থিত .কাম্পানীটির প্রধান অফিসে ব্যাহৃত হবে।

Y-MP2E সিস্টেমটি ইঞ্জিন ডিজাইন করতে এবং উন্নত পারফরমেন্সের জন্য ব্যবহার করা হবে। উন্নতমানের নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাত করতে এর ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হবে।

উন্নত ধরনের ইঞ্জিন বা পণ্য তৈরী করার জন্য জাপানী কোম্পানীসমূহের আমেরিকা থেকে সুপার কমপিউটার কেনার এটা চতুর্থ অর্ডার। •

নতুন রঙীন হ্যাণ্ড হেল্ড কালার কনভার্টার

কমপিউটার এইডেড টেকনোলজী ১৬৯ আমেরিকান ডলার মূল্যের নতুন একটি রঙীন হ্যাণ্ড হেল্ড কালার কনভার্টার বাজারে ছেড়েছে। এটিতে তিনটি কালার ফিল্টার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনবার একটি ইমেজকে স্ক্যান করবার পরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি পূর্ণ রঙীন ইমেজ তৈরী করে থাকে এই কালার কনভার্টারটি।

একটি সাধারণ গ্রে-স্কেলের স্ক্যানারের সাথে কাজ করে এই ক্যাট (CAT) কালার কনভার্টারটি ১৬ মিলিয়ন রঙ তৈরীতে সক্ষম। আর সাধারণ সাদা-কালো স্ক্যানারের সাথে কাজ করেও এটি ২,৫৬,০০০ রঙ তৈরী করতে পারবে।

স্ক্যান করবার পরে কালার কনভার্টারটি রঙীন ইমেজগুলোকে .PCX বা TIF ফাইলে রাখে এবং সেখান থেকে ব্যবহারকারীরা তাদের পেইন্ট প্রোগ্রামে এগুলোকে নিয়ে আসতে পারেন। ক্যাট কালার কনভার্টারের সাথে ইমেজ প্রোসেসিং-এর জন্যে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এটার সঙ্গেই পাওয়া যায়। •

Admission going on COMPUTER COURSES

ITS A TIME FOR LEARNING COMPUTER!!
* DOS & IN TRODUCTION FREE
* ONE PERSON ONE COMPUTER
* SPECIAL CLASSES FOR FEMALE
* PRACTICAL & THEORITICAL CLASSES
* SPECIAL DISCOUNT FOR SSC & HSC STUDENT

PACKAGE
WORDSTAR/WP
LOTUS 1-2-3
TURBO-C
PASCAL
QUATTRO PRO

PROGRAMMING
dBASE III+
BASIC
SPSS PC+
FORTRAN.77

SALES
PAPAR
RIBBON
COMPUTER
DISKETTE

SERVICES
RIBBON RE. INKING & RE-FILLING
REPAIR & MAINTENANCE
SOFTWARE DEVELOPMENT
HARDWARE INSTALLATION

ANANTA JOTI
TOP OF THE TIME

BAITUSH SHARF MOSQUE
FARM GATE
(ops-Tejgaon Police Station)
149/A AIRPORT ROAD, (2nd Floor)
DHAKA - 1215. Phone: 815445

(পাঠকের মতামত,৭ নং পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

'গণ কমপিউটারায়ন' পদক্ষেপের বাস্তব রূপায়নে আই, সি, এম, এস, কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের সিদ্ধান্ত — 'নিয়মিত মাসিক সেমিনার'-এর জন্য আই,সি,এম,এস-কে সকল শিক্ষার্থী তথা সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। সকল সুপ্রতিষ্ঠিত কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টারের জন্য এ ধরণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটা দিক নির্দেশনা। আমাদের সবার আশা— প্রতিটি সেন্টার এবং পরিবেশক আগামীতে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'গণ-কমপিউটারায়ন'-এর কন্টকিত পথকে সুগম করে তুলবেন। কমপিউটার জগতের খবর - বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত কমপিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানীসমূহ উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে পরস্পর জোট বাঁধছে। আমরা না হয় 'গণ-কমপিউটারায়ন'-এর জন্য সমগ্র দেশব্যাপী সেন্টারসমূহ ও পরিবেশক সমূহের মধ্যে পারস্পারিক জোট বাঁধি, সারা বছর ধরে প্ল্যান করে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করি।

কিছুটা হলেও ব্যবসায়িক স্বার্থ ত্যাগ করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের একত্রিকরণ এবং এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাংলাদেশে 'গণ-কমপিউটারায়ণ'-কে সহজসাধ্য করে তুলবে। সরকার ও সকল সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আমাদের আবেদন — এ ধরণের প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানিয়ে তা বাস্তবায়নে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করুন -- বিনা ভাড়ায় অডিটোরিয়াম দিয়ে, সম্ভব হলে অর্থ দিয়ে, প্রযুক্তি দিয়ে, 'কলা-কৌশল দিয়ে, সর্বোপরী মাঝে মাঝে সরকারী খরচে স্বনামধন্য বিদেশী কমপিউটার বিশেষজ্ঞদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের আশু দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

দেশবাসী বি.সি.সি-কেই এ ধরণের পদক্ষেপ ও প্রস্তাবনার পথিকৃত হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। পথিকৃত না হোক অনুসারী হিসাবে এবার মঞ্চে আসার সময় হয়েছে। 'গণ-কমপিউটারায়ন'-এর সকল বাস্তবায়নে বি.সি.সি-কে যথাশীঘ্রই এ ধরণের সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে— এটা জনগণের দাবী। দেশবাসীর অধিকার।

কমপিউটারের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রিত হয়ে 'গণ-কমপিউটারায়ন' বাস্তবায়নে স্ব-আগ্রহে এগিয়ে আসবে আর কমপিউটার জগৎ প্রতিটা খবর ছাপিয়ে এই বিশাল পদক্ষেপের বাস্তবায়নে তার অবদান রাখবে এটা আমাদের বিশ্বাস, আমাদের স্বপ্ন। দেশের জন্য আপনাদের এ অবদানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই গর্বের সাথে স্মরণ করবে।

মোঃ সাঈদুল হক (প্রিন্স)
১ম বর্ষ, মাস্টার অব ডিমোগ্রাফি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"সফটওয়্যার রপ্তানীর উদ্যোগ বন্ধ" শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সেপ্টেম্বর '৯১ সংখ্যায় আমাকে উদ্ধৃতি দিয়ে "সফটওয়্যার রপ্তানীর উদ্যোগ বন্ধ" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদের শেষ স্তবকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এক প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি যে, সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশ হতে সফটওয়্যার রপ্তানী প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে আছে"। উহাতে আমার জবাব সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হওয়ার কারণে সম্মানীত পাঠকবৃন্দের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে।এ অবস্থা নিরসনকল্পে প্রকৃত তথ্য সম্মানীত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত তথ্য নিম্নরূপ :

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর তড়িৎ-কৌশল বিভাগের উদ্যোগে গত ২৫-০৮-৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত "Information Technology (IT) for Economic and Social Benefit-Options for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারে আমি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করি। এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক প্রশ্ন করা হয় যে, ১৯৮৯ইং সালে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে কমপিউটার সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রপ্তানীর ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল কিন্তু সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম যে, "মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ ও আর্থিক সংকট এবং সরকার পরিবর্তনের কারণে এ ব্যাপারে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তাছাড়া আমার প্রবন্ধে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি যে, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আমি আরো বলেছিলাম যে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ন্যায় তথ্য প্রযুক্তি সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি"।

মোঃ আজিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল